স্বাধীনতা উত্তর একটি দেশের রাজধানী হিসাবে ঢাকা নগরীর বেড়ে উঠা তার পূর্বেকার ৩৫০ বছরের চেয়ে ভিন্নতর। প্রশাসন, বানিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাতের রাজধানী কেন্দ্রিভূত কার্যক্রমের ফলে অতিমাত্রায় অভিবাসন ও সেই সাথে অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা বিস্ফোরণে নগরীর প্রবৃদ্ধির ধারায় অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করে। এর পরিসর ৩৬ বছর সময়ের মধ্যে বৃদ্ধি পায় ১৮ গুন আর জনসংখ্যা প্রায় ২৫ গুন। এই পূরো কার্যক্রমটিই আবার ঘটে অপরিকল্পিত নগরায়ন আঙ্গিকে কারণ এই বৃদ্ধির ধারায় ধারণ করার মত ছিলনা কোন 'মহাপরিকল্পনা' বা 'নক্সা', কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকী বা পর্যবেক্ষণ। ফলে 'রূপকল্প' বা 'ভিশন' বিহীন এ যাত্রায় নগরীটি কালক্রমে মহা যানজট, জলজট ও জনজটের শহরে পরিণত হয়। এর অযুত সম্ভাবনা এ বর্ধিষ্ণ জনসংখ্যার চাহিদার চাপে আর অনিয়ন্ত্রিত কার্যক্রমের যাতা কলে পিষ্ট হয়ে নিঃশ্বেষিত প্রায়। এর চারপার্শ্বের নদী খাল-বিল, ঝিল, পুকুর, উদ্যান, ইত্যাদি বিলীনের পথে। গত দশক থেকে যখন পরিকল্পিত নগরায়ন ব্যবস্থায় এ নগরকে সন্নিবেশিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়, সেই প্রয়াসও যথাযথ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দৃঢ়তার অভাবে স্থগিত প্রায়। আর তাই সমতার ভিত্তিতে সম্পদ আর সম্ভাবনা বন্টনের অভাবে এবং সেই সাথে জল-স্থল, উড়াল ও রেল পথের সমন্বয়ে একটি সমন্বিত গণপরিবহন ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে এ শহর এখন অযুত সম্ভাবনা নিয়েও বসবাস অযোগ্য হওয়ার পথে।

দ্রুত বেড়ে উঠা এ নগরী বুড়িগঙ্গার পাড় থেকে লাল মাটির উঁচু বসবাসযোগ্য ভূমিরূপের ট্র্যাক ধরে দক্ষিণ থেকে উত্তরে যাত্রা শুরু করে। আর এ যাত্রা পথেই মাঝখানে এই ১৯৮৮ সালে পরিত্যাক্ত ঘোষিত বিমান বন্দর আর ক্যান্টনমেন্ট এলাকার কারণে দুভাগে বিভক্ত হয়ে পশ্চিমে আগারগাঁও-শ্যামলী হয়ে মিরপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় আর পূর্বে মহাখালি-বনানী হয়ে উত্তরা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ফলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন দুধারায় নগরীর বিজয় সরণী এলাকা থেকে একটি বিপদজনক প্রবৃদ্ধি ঘটতে শুরু করে যা নগর উন্নয়নের বিবিধ কার্যক্রমকে হুমকির মূখে ঠেলে দেয়। ফলে অসহনীয় যানজট আর জলজটের শিকার হতে শুরু করে নগরীর উত্তরাঞ্চলের এক বিরাট জনগোষ্ঠি। আর এভাবেই সম্ভাবনাময় উত্তরমূখী যাত্রাটি স্থবির অচলায়তনের জন্ম দিয়েছে। এধারায় সাম্প্রতিক কালের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নগর উন্নয়ন কার্যক্রমের অসহায় স্থগিতকরণ এখানে উল্লেখ করতে চাই;

১। গত দুই দশকে যানজট নিরসনে শাহীন কলেজের সামনে থেকে আসা পশ্চিমমূখী সড়কটি ১৯৮৮ সালে পরিত্যক্ত রানওয়ের তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ পথে আগারগাঁও বালক বিদ্যালয়ের দক্ষিণ কোণে রোকেয়া স্মরনীর সাথে যুক্তকরার দীর্ঘদিনের প্রস্তাবকে বাধাগ্রস্থ করার পাশাপাশি গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় অসংখ্য গাছ বিনাশ করে একটি জটিল 'লুপ রোড' করে দাবীটিকে ভবিষ্যতে অযৌক্তিক করার প্রয়াসও নেয়া হয়েছে।

২। বিমান বাহিনীর মতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ন অপারেশনাল স্থাপনা তথা কৌশলগত সম্পদ (বা ষ্ট্রাটেজিক এ্যাসেট)। মূলত একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে স্বল্পতম দূরত্বে এই আর্ন্তজাতিক এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অননুমোদিত রানওয়েটি ঘনবসতির এই নগরীর উর্ধ্বমূখী বিনির্মাণ কার্যক্রম বিনা প্রয়োজনেই টুটি চেপে ধরে রেখেছে, এখানে অবস্থানকারী তিনটি স্কোয়াড্রোনের দুটি হেলিকপ্টার স্কোয়াড্রোন যা মূলত 'রোটারী ইঞ্জিন' নির্ভর বলে দীর্ঘ রানওয়ের তেমন প্রয়োজন হয় না। অপরটি অর্থাৎ 'স্পেশাল ফ্লাইং ইউনিট' দুটো সি-১৩০ বিমান পরিচালনা করে যা স্বল্প দুরত্বের রানওয়ে উপযোগী এবং কদাচিৎ এই রানওয়ে ব্যবহার করে। অথচ এর কারণে বিশষত উড্ডয়ন-অবতরণ এ্যাপ্রোচ ফানেল সংরক্ষণের নামে নক্সানুযায়ী, বিশাল নগর এলাকায় আজ উর্ধ্বমূখী উন্নয়ন স্তব্ধ। উপরন্ত বিমান বাহিনী থেকে এ বিমান বন্দরে প্রশিক্ষণ বিমান, জেট বিমান পরিচালনা করা হয় বলে অগ্রহনযোগ্য দাবীও করে এই উন্নয়ন প্রতিবন্ধি অবস্থাকে সংহত করায় লিপ্ত। এ প্রসঙ্গে বিমান বাহিনী ও সেনা কল্যান ট্রাষ্ট কর্তৃক এই সম্পর্কিত সিএআর-৮৪ এর নিয়ন্ত্রণকে উপেক্ষা করার দুটো